



সোনালী ব্যাংক পিএলসি
Sonali Bank PLC

হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ডিভিশন
প্রধান কার্যালয়, ৩৫-৪২, ৪৪ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
Human Resource Development Division (HRDD)
Head Office (5th Floor), 35-42, 44 Motijheel C/A, Dhaka-1000, Bangladesh.
PHONE : 0222-3388175 (DGM) , 0222-3387891 (AGM)
PABX : 2025 (DGM), 3251, 3252, 3246(AGM), 3250, 3247 (SPO)
E-mail : dgmhrdd@sonalibank.com.bd
Website : www.sonalibank.com.bd



নং-এইচআরডিডি/৩৯৯/২২১৮

তারিখ : ০৯ আশ্বিন, ১৪৩০
২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

সভার বিজ্ঞপ্তি

আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ মঙ্গলবার বিকাল ৩:০০ ঘটিকায় প্রিন্সিপাল অফিস, ঢাকা-ওয়েস্ট, ঢাকা এর সম্মেলন কক্ষে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সভা (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৩ কোয়ার্টার) ও গণশুনানি অনুষ্ঠিত হবে।

২.০০: উক্ত সভায় প্রধান কার্যালয় হতে নিম্নোক্ত নির্বাহীবৃন্দ অংশগ্রহণ করবেন :

- ১। জনাব মীর মোফাজ্জল হোসেন, ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর-২, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ২। জনাব মোঃ সাফায়েত হোসেন পাটওয়ারী, জেনারেল ম্যানেজার (এইচআর) ও শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট।
- ৩। জনাব বীথি আক্তার, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (এইচআরডিডি) ও বিকল্প শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট।

৩.০০: সভার আলোচ্যসূচি :

- ১। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ে পর্যালোচনা।
- ২। অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে গণশুনানি।
- ৩। বিবিধ।

৪.০০: উক্ত সভায় প্রিন্সিপাল অফিস, ঢাকা-ওয়েস্ট, ঢাকা এর আওতাধীন বিভিন্ন শাখার ঋণ সুবিধাভোগী, আমানতকারী ও অন্যান্য সুবিধাভোগী কমপক্ষে ২০ জন অংশীজন এবং সংশ্লিষ্ট শাখার ম্যানেজারের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণসহ সভার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(মোঃ সাফায়েত হোসেন পাটওয়ারী)

জেনারেল ম্যানেজার

ও ফোকাল পয়েন্ট, প্রধান কার্যালয়স্থ নৈতিকতা কমিটি

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১। জেনারেল ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক পিএলসি, জেনারেল ম্যানেজার'স অফিস, ঢাকা-সেন্ট্রাল, ঢাকা।
- ২। ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক পিএলসি, প্রিন্সিপাল অফিস, ঢাকা-ওয়েস্ট, ঢাকা।
- ৩। ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, পাবলিক রিলেশনস ডিভিশন, সোনালী ব্যাংক পিএলসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা [উক্ত সভা আয়োজনের প্রমাণক হিসেবে ছবি তোলার জন্য একজন কর্মকর্তাকে প্রেরণের অনুরোধসহ]।
- ৪। পিএস-টু-ডিএমডি-২, সোনালী ব্যাংক পিএলসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ৫। অফিস কপি।

জেনারেল ম্যানেজার

সোনালী ব্যাংক পিএলসি

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) কর্মপরিকল্পনার জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ত্রৈমাসিকের কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে ১ম সভা ও শুনানীর কার্যবিবরণী।

প্রধান অতিথি	: জনাব মোঃ আব্দুল কুদ্দুস, জেনারেল ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক পিএলসি, জেনারেল ম্যানেজার'স অফিস, ঢাকা-সেন্ট্রাল, ঢাকা।
বিশেষ অতিথি	: জনাব মোঃ সাফায়েত হোসেন পাটওয়ারী, জেনারেল ম্যানেজার (এইচআর) ও শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট। : জনাব বীথি আক্তার, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (এইচআরডি) ও বিকল্প শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট।
সভাপতি	: জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, প্রিন্সিপাল অফিস, ঢাকা-ওয়েস্ট, ঢাকা।
তারিখ	: ২৬.০৯.২০২৩, মঙ্গলবার।
আয়োজনে	: সোনালী ব্যাংক পিএলসি, প্রিন্সিপাল অফিস, ঢাকা-ওয়েস্ট, ঢাকা।
উপস্থিতি	: সোনালী ব্যাংক পিএলসি, প্রিন্সিপাল অফিস, ঢাকা-ওয়েস্ট, ঢাকা এর আওতাধীন বিভিন্ন শাখার গ্রাহকসহ প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাহী ও কর্মকর্তাবৃন্দ (সংলগ্নী-'ক')।

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে তিনি অনুষ্ঠান শুরু করার অনুমতি প্রদান করেন। সভার শুরুতে তিনি উপস্থিত প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, প্রধান কার্যালয় ও তার কার্যালয়ের উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানানোসহ বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণাধীন শাখার সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দকে আজকের সভায় অংশীজন হিসেবে উপস্থিত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি পবিত্র ধর্মগ্রন্থে ভালো কাজের আদেশ প্রদানের বিষয়ে উল্লেখপূর্বক বলেন যে, যারা সদাচরণ করে তাদের আল্লাহ পছন্দ করেন। প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও আমাদের সকলের ধর্মীয় অনুশাসন এবং দায়িত্ববোধ থেকে নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা উচিত মর্মে তার মতামত ব্যক্ত করেন।

২.০০: সভায় প্রধান কার্যালয়ের হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ডিভিশনের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট বীথি আক্তার উপস্থিত সকলকে স্বাগত ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আলোচনা শুরু করেন। বোর্ড মিটিং এর জন্য ডিএমডি মহোদয় উপস্থিত থাকতে না পারার বিষয়টি তিনি উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন। তিনি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪ এর প্রেক্ষাপট ও কার্যক্রম সংক্ষিপ্ত আকারে সভায় উপস্থাপন করেন। “সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল” শিরোনামে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২ সালে অনুমোদিত হয়। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের রূপকল্প ‘সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা’ এবং অভিলক্ষ্য ‘রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা’। APA - Annual Performance Agreement বাস্তবায়নের একটি সূচক হচ্ছে এই জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন। প্রধান কার্যালয়ে ৫টি কমিটির মাধ্যমে APA তে উল্লেখিত আবশ্যিক কর্ম-পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ক একটি কমিটির দায়িত্ব হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ডিভিশনের ওপর ন্যস্ত। এই পরিকল্পনার একটি অংশ হচ্ছে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে মতবিনিময় বা আলোচনা সভার আয়োজন করা। তিনি উল্লেখ করেন যে, এ সভায় সিটিজেন চার্টার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা এবং তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। তিনি বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়নে রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মধ্যে সোনালী ব্যাংক টানা ৩য় বার প্রথম স্থান অর্জন করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন এবং সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই সফলতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন। তিনি উপস্থিত সম্মানিত গ্রাহকদেরকে বর্তমানে সেবা প্রাপ্তির বিষয়ে কোনো সমস্যা, অভিযোগ বা কোনো পরামর্শ থাকলে তা উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ জানান। আজকের এ সভায় সকলের উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছে কি-না, সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী গ্রাহকরা সকল সেবা সঠিকভাবে পাচ্ছে কি-না বা সেবা গ্রহণে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে কিনা এবং বর্তমানে সার্ভিস আরও উন্নত ও গতিশীল করা যায় কি-না তা নিয়ে সম্মানিত গ্রাহকদের সাথে আলোচনা করা হবে। অংশীজনের পরামর্শ নিয়ে ব্যাংকিং সকল কার্যক্রম (আমানত সংগ্রহ, ঋণ প্রদান, অন্যান্য সেবা) কিভাবে গ্রাহক বান্ধব করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করাসহ সমস্যা সমাধানে অংশীজনের মূল্যবান মতামত সাদরে গ্রহণ করা হবে।

পৃষ্ঠা - ১ / ৫



পৃষ্ঠা-২

৩.০০: প্রধান অতিথি জনাব মোঃ আব্দুল কুদ্দুস, জেনারেল ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক পিএলসি, জেনারেল ম্যানেজার'স অফিস, ঢাকা-সেন্ট্রাল, ঢাকা তার বক্তব্যে পবিত্র কুরআন শরীফের কিছু আয়াতের উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যা দিয়ে যার উপর অফিসিয়ালি যে দায়িত্ব অর্পন করা আছে তা সততা ও নিষ্ঠার সাথে পরিপালন করার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, কোনো গ্রাহকের সাথে কেউ খারাপ ব্যবহার করতে পারবে না এবং ধৈর্য নিয়ে সকল গ্রাহকের অভিযোগ শোনার চেষ্টা করবে। শাখার ম্যানেজারগণ কতটুকু পারফর্ম করছে তা জিএম অফিস পর্যায়ে যাচাই করা হয়ে থাকে। তার নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা ও অফিসে ঘুষ, দুর্নীতি বন্ধ করা হয়েছে। জিএম অফিস, ঢাকা-সেন্ট্রাল এর ৭১টি শাখা দুর্নীতিমুক্ত এবং কেউ কোনো অন্যায্য করলে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হয়। তবে ভুলত্রুটি হলে সেক্ষেত্রে তা বিবেচনা করা হয়। আজকের সভা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, গ্রাহকদের কাছে আজকে আমরা অনেকটা দরবার হলের মতো জবাবদিহিতার মুখোমুখি হয়েছি। তিনি সম্মানিত গ্রাহকদেরকে তার আওতাধীন অফিস/শাখায় সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হচ্ছে কি-না বা সেবা আরও উন্নত/সহজীকরণের জন্য কোনো পরামর্শ থাকলে তা এ সভায় জানাতে পারেন মর্মে উল্লেখ করেন। তিনি গ্রাহকদের নিঃসংকোচ মতামত প্রকাশের আহ্বান জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

৪.০০: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্তে অংশীজনের অংশগ্রহণে আয়োজিত সভায় গ্রাহকদের বক্তব্য নিম্নরূপ:

৪.১। জনাব শারমিন সুলতানা শর্মা সোনালী ব্যাংক পিএলসি, বাজমে কাদেরিয়া কমপ্লেক্স শাখা, ঢাকা'র একজন গ্রাহক। তিনি একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, তার প্রতিষ্ঠানের নাম কোহিনুর প্রডাকশন। তিনি তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের ঋণ পাওয়া কঠিন। তিনি এজন্য প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছেন। স্বামীকে গ্যারান্টর করার বাধ্যবাধকতার বিষয়ে তিনি আপত্তি উল্লেখ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, তিনি নিজের পরিচয়ে/যোগ্যতায় ঋণ পেতে আগ্রহী। গ্রাহক হিসেবে দীর্ঘদিন থাকলে স্বল্প সময়ের মধ্যে ঋণ (বিশেষ করে ছোট ঋণ) প্রদানে নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। ১০ লক্ষ টাকা ঋণের আবেদন করেছেন যা প্রিন্সিপাল অফিসে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

তার বক্তব্যের প্রেক্ষিতে প্রধান অতিথি জিএম, ঢাকা-সেন্ট্রাল উক্ত শাখার ম্যানেজারসহ প্রিন্সিপাল অফিস প্রধানকে বিধিবিধান পরিপালনপূর্বক দ্রুততম সময়ে ঋণটির অনুমোদন প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

৪.২। লালমাটিয়া শাখা, ঢাকা এর গ্রাহক জনাব সালেহ মাহমুদ এর এনজিও প্রতিষ্ঠানের নাম সিও(CO) এনজিও। তিনি উল্লেখ করেন যে, ২০০৯ সাল থেকে তার প্রতিষ্ঠান এনজিও লিংকেজ ঋণ সুবিধা গ্রহণ করে আসছে। ৪৩টি জেলায় তার কার্যক্রম বিস্তৃত। প্রায় ৫(পাঁচ) হাজার কর্মচারী এখানে কর্মরত এবং ঋণগ্রহীতার সংখ্যা প্রায় ৩৬ লক্ষ। তিনি ৫০ লক্ষ টাকা দিয়ে কার্যক্রম শুরু করেন। বর্তমানে ১৬টি ব্যাংকের সাথে তার প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। তার প্রতিষ্ঠান নারী ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী বিধায় তাদেরকে অধিক পরিমাণ ঋণ প্রদান করা হয়। তিনি এনজিও লিংকেজ ঋণ প্রসেস সহজীকরণ করা হলে সুবিধা হবে মর্মে উল্লেখ করেন। সম্প্রতি ঋণ নীতিমালা কিছুটা সহজীকরণ করায় তিনি ব্যক্তিগতভাবে সন্তুষ্ট মর্মে উল্লেখ করেন। তিনি কৃষকদের ঋণ প্রদানে সিএসআর ফান্ড থেকে কোনো সহযোগিতার সুযোগ থাকলে তা চালু করার জন্য অনুরোধ জানান।

তার বক্তব্যের প্রেক্ষিতে জিএম মহোদয় বিষয়টি কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করবেন মর্মে আশ্বাস দেন। তবে সোনালী ব্যাংক পিএলসিতে কৃষি ঋণ বিতরণে সরকারিভাবে আলাদা টার্গেট দেওয়া থাকে বিধায় সিএসআর ফান্ড থেকে কৃষি ঋণ আপাতত দেওয়া সম্ভব নয়।

৪.৩। লালমাটিয়া মডেল শাখার গ্রাহক জনাব রশিদা আক্তার সঞ্চয়পত্র গ্রাহক। তিনি শাখার সেবার মান ভালো এবং শাখার সকলের সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ এবং সেবায় তিনি সন্তুষ্ট মর্মে উল্লেখ করেন।

তার বক্তব্যের প্রেক্ষিতে প্রধান অতিথি সভাকে অবহিত করেন যে, লালমাটিয়া শাখাকে মডেল শাখা হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে এবং এ শাখায় সকল ধরনের সুবিধার উন্নয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও সম্প্রতি বয়স্কদের জন্য ইইলচেমার এরিয়া নির্ধারণ করা হয়েছে।

পৃষ্ঠা - ২ / ৫



- ৪.৪। জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন, আব্দুল জলিল বিশ্বাস এর প্রোপ্রাইটর। ব্যাংকের গণভবন শাখায় তিনি ১৯৭৮ সাল থেকে দীর্ঘ ৪৫ বছর যাবৎ লেনদেন করছেন। বর্তমানে তিনি হাউজ বিল্ডিং ঋণ গ্রহীতা। তিনি ওয়ার্ক অর্ডার এর বিপরীতে ঋণ গ্রহণ করেন বিধায় ব্যাংকের লস হবে না মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন। সোনালী ব্যাংক পিএলসিকে ওয়ার্ক অর্ডার এর বিপরীতে ঋণ সুবিধার আওতায় ঋণ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করতে অনুরোধ জানান।
- ৪.৫। জনাব মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ নিউমার্কেট শাখা, ঢাকা'র গ্রাহক। তিনি বলেন, প্রথম দিকে সরকারি ব্যাংকে তার অনীহা ছিল। পরবর্তী প্রাইভেট ব্যাংকে চেক এনক্যাশমেন্ট করার সময় তিক্ততার অভিজ্ঞতা হওয়ার প্রেক্ষিতে তিনি এ ব্যাংকে সেবা নিতে শুরু করেন। বর্তমানে এ ব্যাংকের সেবার মান অত্যন্ত ভাল মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। অ্যাকাউন্ট খোলা, চেক বই দেওয়া বর্তমানে খুব দ্রুততার সাথে হচ্ছে। তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন বর্তমানে এ শাখায় যেভাবে সার্ভিস দেয় এভাবে সকল শাখা সার্ভিস দিলে সোনালী ব্যাংক এর সেবার মান আরও উন্নত হবে। তিনি প্রায় ২২ জন কাস্টমারকে এ শাখার সেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছেন মর্মে উল্লেখ করলে সভাপতি মহোদায় তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।
- ৪.৬। নিউমার্কেট শাখা, ঢাকা'র অপর গ্রাহক রাফেজা এন্টারপ্রাইজ এর প্রোপ্রাইটর জনাব মোঃ জোবায়ের ৩০ লক্ষ টাকার সিসি(হাইপো) ঋণ সুবিধা গ্রহণ করেছেন। তিনি শাখার সার্ভিসে সন্তুষ্ট মর্মে উল্লেখ করেন। তার ঋণসীমা বাড়ানো যায় কিনা সে বিষয়টি বিবেচনা করার অনুরোধ করেন।
- ৪.৭। সাতমসজিদ রোড শাখা, ঢাকা এর গ্রাহক বিসমিল্লাহ জেনারেল স্টোর এর প্রোপ্রাইটর জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, এ শাখা থেকে তার প্রতিষ্ঠানের নামে ৩০ লক্ষ টাকা সিসি (হাইপো) ঋণ নিয়েছেন। ঋণ পেতে তাকে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। তবে তার ব্যবসায়িক চাহিদার তুলনায় অনুযায়ী কম ঋণ পেয়েছেন। সেজন্য ডিপিএস থেকে ওডি লোন নিতে হয়েছে। এ বিষয়ে শাখার ম্যানেজার জানান যে, ব্যবসায়িক পরিধি ও জামানতের মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে ঋণ দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে ব্যবসার কলেবর বৃদ্ধি পেলে এবং অতিরিক্ত জামানত প্রদান করলে ঋণসীমা বাড়ানো হবে।
- ৪.৮। গ্রীণরোড শাখা, ঢাকা এর গ্রাহক জনাব মোঃ ওবায়েদুর রহমান রিয়েল এস্টেট ও ইমপোর্ট বিজনেস এর সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রায় ৩০ বছর ধরে সোনালী ব্যাংকের সাথে আছেন। তিনি তার রিয়েল এস্টেট বিজনেসের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু গ্রাহককে হাউজ বিল্ডিং লোন না দেয়ায় অন্য ব্যাংকে যাবার পূর্বঅভিজ্ঞতা তুলে ধরে উল্লেখ করেন, শাখার ম্যানেজারদের আরও বেশি দায়িত্বশীল ও সহযোগিতাপূর্ণ হতে হবে। ডলার সংকট এর সময়ে এলসি খোলার অনুমতি পাচ্ছেন না বিধায় তার ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে মর্মে উল্লেখ করেন।
প্রধান অতিথি জিএম মহোদয় তার বক্তব্যের প্রেক্ষিতে জানান যে, সরকারের নির্দেশে সোনালী ব্যাংক পিএলসিকে সরকারের প্রায়োরিটি খাতের (কয়লা আমদানি, জরুরি খাদ্য, রূপপুর ইত্যাদি) জন্য অনেক বড় বড় এমাউন্ট (ডলার) এর এলসি করতে হয় বিধায় ডলার সংকটের কারণে অন্যান্য প্রাইভেট খাতের গ্রাহকদের এলসি খোলার বিষয়ে কিছুটা কৃচ্ছতা সাধন করা হচ্ছে। খুব প্রয়োজনীয় প্রোডাক্ট ব্যতীত বিলাসী আইটেম আমদানিতে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। তারপরও যে সকল গ্রাহক আমাদের ব্যাংকের মাধ্যমে নিয়মিত এলসি ওপেন করছেন, তাদের বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগে কথা বলবেন মর্মে আশ্বাস দেন।
- ৪.৯। গ্রীণ রোড শাখা, ঢাকার অপর ইমপোর্ট ব্যবসায়ী গ্রাহক জনাব মোঃ বেলাল, এলসি লিমিট ২.৫০ কোটি টাকা। তিনি উল্লেখ করেন আমরা ব্যবসা স্থানান্তর করে আপনাদের ব্যাংকে এসেছি ব্যবসা করার জন্য। এখন যদি লিমিটের মধ্যে আমাদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক বা পরিমাণের এলসি ওপেন করতে দেওয়া না হয় তাহলে আমাদের ব্যবসায় ক্ষস নামবে। পূর্বের তুলনায় কম হলেও লিমিটের মধ্যে এলসি ওপেন এর ব্যবস্থা করার অনুরোধ করেন।
জিএম মহোদয় বিষয়টি উর্ধ্বতন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন মর্মে আশ্বাস দেন।

পৃষ্ঠা-৪

- ৪.১০। উর্দু রোড শাখা, ঢাকা এর গ্রাহক জামিল এন্টারপ্রাইজ এর স্বত্বাধিকারী জনাব মোঃ ইসমাইল হোসাইন বলেন যে, ২০০৫ সাল থেকে তিনি ব্যাংকের সাথে আছেন। তিনি অন্তত ৫০ জন কাস্টমার এ শাখায় এনে দিয়েছেন। কিন্তু অফিসের ফার্নিচার, ডেকোরেশন যুগোপযোগী ও আধুনিক করতে বলেন। শাখার সার্ভিসে তিনি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। শাখার আউটলুক ভালো হলে আরও অনেক ডিআইপি গ্রাহক আসবেন মর্মে মতামত প্রকাশ করেন।
- ৪.১১। বাজমে কাদেরিয়া শাখার গ্রাহক জনাব কে,এম, রাইসুল ইসলাম ব্যাংকের চলতি হিসাবধারী এবং ঋণগ্রহীতা। তিনি বলেন যে, দীর্ঘ ১৯ বছর থেকে এ ব্যাংকের সাথে আছেন। শাখায় অনেক বয়স্ক লোক যায়, সঞ্চয়পত্রের প্রচুর ক্লায়েন্ট, সার্ভিস অনেক ভালো। কিন্তু শাখায় ক্লায়েন্টদের জন্য এসি নেই। তিনি ডিআইপি ক্লায়েন্ট আকৃষ্ট করতে সেন্ট্রাল এসি করার অনুরোধ জানান। তিনি উল্লেখ করেন যে, এ ব্যাংকে থেকে ৫ বার ঋণ নিয়েছেন এবং ঋণ শোধও করেছেন। কিন্তু সর্বশেষ ঋণের ক্ষেত্রে অনেক ইনকোয়েরি হয়েছে। তাহলে ১৯ বছরের যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে তার মূল্য কোথায়। এ বিষয়ে শাখা ব্যবস্থাপককে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান যে, ঋণের ক্ষেত্রে কিছু ভ্যালিড ইনকোয়েরি করা হয়েছে যা ঐ ঋণের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক। প্রয়োজনীয় তথ্য এবং কাগজপত্রাদি পেলেই গ্রাহকের তার ঋণপ্রস্তাব দ্রুততার সাথে প্রসেস করা হবে।
- ৪.১২। বুয়েট শাখার ঋণগ্রহীতা গ্রাহক জনাব কাজী নোমান পুলক বলেন যে, প্রণোদনা প্যাকেজ এর আওতায় ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে করোনার সময় ব্যাংক থেকে তিনি যথেষ্ট সহযোগিতা পেয়েছেন। তিনি কারেন্ট অ্যাকাউন্ট-বিশেষ করে ঋণ হিসাবে ই-ওয়ালেট সুবিধা চালু করার জন্য অনুরোধ জানান।
- ৪.১৩। বুয়েট শাখার অপর গ্রাহক জনাব আবুল খায়ের বলেন, ৩ বছর আগে প্রাইভেট ব্যাংক থেকে এ ব্যাংকে চলে এসেছেন। ১০ লক্ষ টাকা ঋণ থেকে বর্তমানে তার ঋণ ৩৫ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়েছে। তিনি সোনালী ব্যাংকের সাথে থাকতে চান। ভবিষ্যতে তার প্রডাক্ট বিদেশে এক্সপোর্ট করতে চান। তার মতে অনেক ক্ষেত্রে প্রাইভেট ব্যাংকের থেকেও সোনালী ব্যাংকের সার্ভিস ভালো। মর্টগেজ প্রপারটির ভ্যালু ৪(চার) কোটি টাকা, সেক্ষেত্রে তিনি ব্যবসা সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে ঋণের লিমিট আন্তে আন্তে বৃদ্ধি করার আবেদন করবেন। তিনি প্রোপ্রাইটারশিপ ব্যবসার অ্যাকাউন্টে ই-ওয়ালেট সুবিধা চালু করার অনুরোধ জানান।
- ৪.১৪। লালবাগ রোড শাখা, ঢাকার গ্রাহক মেসার্স তানজিম সুজ এর মালিক জনাব মোঃ আব্দুস সালাম বলেন যে, তিনি করোনাকালীন প্রণোদনা প্যাকেজ সুবিধা পাননি। তবে পরবর্তীতে ১০ লক্ষ টাকা নতুন লোন দিয়ে বর্তমান ম্যানেজার হেল্প করেছেন। তিনি বলেন সোনালী ব্যাংক অনেকটাই ঘুরে দাড়িয়েছে। তিনি কামরাঞ্জীরচরে সোনালী ব্যাংকের একটি শাখা খোলার বিষয়টি বিবেচনা করার অনুরোধ জানান।
- ৪.১৫। গণভবন শাখা, ঢাকা এর গ্রাহক জনাব ফরহাদ হোসেন, ডিজিটাল এন্টারপ্রেনারশীপ এন্ড ইনোভেশন ইকোঃ সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এর প্রজেক্ট ডিরেক্টর তার বক্তব্যে বলেন যে, ব্যাংকের সার্ভিস বর্তমানে খুব ভালো। প্রণোদনা ঋণ খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিনি পেয়েছেন। তিনি ভবিষ্যতে বড় অংকের লোনের জন্য আবেদন করবেন।
- ৪.১৬। সাতমসজিদ রোড শাখার গ্রাহক ভাই ভাই অটোমোবাইল ওয়ার্কস-২ এর স্বত্বাধিকারী জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম উল্লেখ করেন যে, জুন মাস থেকে তিনি এ ব্যাংকের নতুন গ্রাহক। তিনি নতুন লোন এর জন্য আবেদন করেছেন। আশা করছেন খুব শীঘ্র তিনি ঋণটি পাবেন।
- ৪.১৭। লালবাগ রোড শাখা, ঢাকার সিসি(হাইপো) ঋণগ্রহীতা গ্রাহক আঃ হামিদ বশ্রবিতান এর মালিক জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন এ ব্যাংকের সার্ভিসে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে তার ব্যবসা সম্প্রসারণে ব্যাংকের সহযোগিতা কামনা করেন।

পৃষ্ঠা - ৪ / ৫



পৃষ্ঠা-৫

৫.০০: জনাব মোঃ সাফায়েত হোসেন পাটওয়ারী, জেনারেল ম্যানেজার (এইচআর), সোনালী ব্যাংক পিএলসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ও প্রধান কার্যালয়স্থ নৈতিকতা কমিটির ফোকাল পয়েন্ট সম্মানিত গ্রাহকদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। সরকার ২০১২ সালে সততা এবং দুর্নীতি বিরোধী সংস্কৃতি চালু করার জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। তিনি বলেন শুদ্ধাচার বলতে আর্থিক সততা (Financial Integrity) এবং পেশাগত সততা (Professional Integrity) কে বোঝায়। তিনি বলেন, শুদ্ধাচার হলো সততা ও নৈতিকতা প্রভাবিত আচরণ। একজন ভাল মানুষ অন্যায় করতে পারে না। এজন্য মনোবল দৃঢ় থাকা প্রয়োজন। মানুষকে সঠিক পথে নিয়ে আসার জন্য সকল ধর্মে ভালো কথা ভালো আচরণের কথা বলা হয়েছে। পৃথিবীর শুরু থেকে মানুষকে সত্য করার জন্য ধর্ম এসেছে। মানুষ সত্য হয়ে সত্যতাকে এগিয়ে নেবে। প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আর্থিকভাবে সং থাকার পাশাপাশি সঠিক সময়ে অফিসে আসা, অর্পিত অফিসিয়াল দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা, নিজের কলিগ ও গ্রাহকগণের সাথে সহযোগিতামূলক ও ভালো ব্যবহার করা সবকিছুই নৈতিকতার মধ্যে পড়ে। তিনি বলেন যে, শুধু পোশাকে স্মার্ট হলে চলবে না, সেবা প্রদানেও আন্তরিক ও দায়িত্ববান হতে হবে। গ্রাহকসেবায় কোনো অবহেলা করা চলবে না।

তিনি আরও বলেন স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে অংশীদার হিসেবে সোনালী ব্যাংকও বসে নেই। সোনালী ব্যাংক এখন অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি ডিজিটাইজড। এজন্য আমাদের স্লোগান পরিবর্তন করে “বিশ্বস্ততায় সেবা-সেবায় স্মার্ট” করা হয়েছে। সোনালী ব্যাংক ইতোমধ্যে ই-সেবা, ই-ওয়ালেট, কিউআর কোড (QR Code) ইত্যাদি ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা চালু করেছে, যার ফলে সোনালী ব্যাংকের গ্রাহকগণ ঘরে বসেই বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকিং সেবা নিতে পারেন। তিনি উপস্থিত গ্রাহকদেরকে সোনালী ব্যাংকের Brand Ambassador অর্থাৎ শুভেচ্ছা দূত হিসেবে আখ্যায়িত করে তাদের বন্ধু-বান্ধব, পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে সোনালী ব্যাংকের বিভিন্ন ধরনের ডিজিটাল সেবা সম্পর্কে প্রচার করার জন্য আহ্বান জানান।

পরিশেষে গণশুনানীতে স্বতস্কৃত অংশগ্রহণের জন্য সম্মানিত গ্রাহকদেরকে ধন্যবাদ জানান এবং জেনারেল ম্যানেজার, ঢাকা-সেন্ট্রাল, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, প্রিন্সিপাল অফিস, ঢাকা-ওয়েস্টসহ উপস্থিত সকল নির্বাহী ও কর্মকর্তাকে সুন্দর আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে গ্রাহকদের ব্যবসায়িক সমৃদ্ধি ও ভবিষ্যতে ব্যাংকের পূর্ণ সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ সাফায়েত হোসেন পাটওয়ারী)

জেনারেল ম্যানেজার

ও

ফোকাল পয়েন্ট, সোনালী ব্যাংক পিএলসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।







